দৈনিক সংবাদ

17

তারিখ 25 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বগুড়ায় ২ লাখ শিশু স্কুলে ভর্তিই হতে পারেনি

॥ হাসিবুর রহমান বিনু ॥

বগুড়া, ২৪শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– পারিবারিক অসচ্ছলতা, প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষক সংকট, শিক্ষা সামগ্রীর অভাবসহ নানা কারণে বগুড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার মত বয়স হয়েছে এমন অনেক বালক ও বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। এ কারণে "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী" চালু করার পরেও এ জেলায় ভর্তি ও উপস্থিতির গড় হার সন্তোষ–জনকভাবে বাড়ছে না।

সরকারি হিসেবে দেখা গেছে, '৯৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং প্রাথমিক বিদ্যা–লয়ে যাবার মত বয়স হয়েছে এমন ১ লাখ ৯৪ হাজার ৪শ' ১০ জন বালক ও বালিকা জেলার কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিই হয়নি। আনু–ষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ঐ বিপুল সংখ্যক বালক ও বালিকাকে সরকারিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বগুড়ার ১১টি থানা এলাকায় ১ হাজার ৪শ' ২১টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরেও ৩ বছরে আর্থিক অসচ্ছলতার পাশাপাশি অন্যান্য কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ১শ' ২৩ জন ছাত্র ও ছাত্রী। বগুড়ায় গত ৩ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একটিও তৈরি করা হয়নি। '৯৩ সালেও ছিল ৯শ' ৬১টি, এখনো আছে তাই। কিন্তু বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতি বছরই বাড়ছে। '৯৩ সালে বগুড়ায় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২শ' ৯৫টি। '৯৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩শ' ৬৬টি। আর এ বছর আরো ৯৪টি বেড়ে এখন জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে ৪শ' ৬০টি।

'৯৩ সালে বগুড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হয়েছে এমন বালক ও বালিকা ছিল প্রায় ৩ লাখ ৯১ হাজার ১শ' ৬২ জন, কিন্তু ১ হাজার ২শ' ৫৬টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯শ' ৬১ জন। অর্থাৎ ঐসব কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি ৭৪ হাজার ২শ' ১ জন। '৯৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির গড় হার ছিল ৮১ শতাংশ। কিন্তু উপস্থিতির গড় হার ছিল ৭৬ দশমিক ২৮ শতাংশ। ঐবছর ভর্তি হবার পরেও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে প্রায় ৭৫ হাজার বালক ও বালিকা।

'৯৪ সালে এ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যা–লয়ে যাবার বয়স হয়েছে এমন বালক ও বালিকা ছিল ৪ লাখ ৯ হাজার ৪শ' ৯১ জন। কিন্তু ঐ বছর জেলায় ১ হাজার ৩শ' ২৭টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ৩ লাখ ৪১ হাজার ৭শ' ৭৯ জন বালক ও বালিকা। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হওয়া সত্ত্বেও ভর্তিই হয়নি ৬৭ হাজার ৪শ' ১২ জন বালক ও বালিকা। '৯৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির গড় হার ছিল ৮৪ শতাংশ আর উপস্থিতির গড় হার ছিল ৭৩ শতাংশ। অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় ৩ দশমিক ২৮ শতাংশ কম।

'৯৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারতো এমন বালক ও বালিকা আছে ৪ লাখ ৪০ হাজার ৮শ' ৬২ জন। কিন্তু ১ হাজার ৪শ' ২১টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৩শ' ৬৫ জন বালক ও বালিকা। অর্থাৎ প্রায় ৫২ হাজার ৪শ' ৯৭ জন বালক ও বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিই হয়নি। '৯৫ সালে ভর্তির গড় হার ছিল ৮৬ শতাংশ আর উপস্থিতির গড় হার ছিল ৭৮ শতাংশ।

বগুড়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো শিক্ষকের পদ শূন্য আছে ১শ' ৫টি। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, দুপ–চাঁচিয়া, ধুনট ও সারিয়াকান্দির অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন মাত্র ২ জন করে। সারিয়াকান্দি, ধুনট ও সোনাতলার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। খোলা মাঠে বা চালাসর্বস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয় অনেক পড়ে, ছুটিও হয় অনেক আগে। এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে পূর্ব বগুড়ার সোনাতলা, ধুনট ও সারিয়াকান্দির প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে যমুনা নদীর মাঝের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। সারিয়াকান্দির চিলা কাউরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে ধার ও ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নেবার ঘটনাও ঘটেছে, যা তদন্ত চলছে। অনেক স্থানেই ছাত্র ও ছাত্রীরা ক্লাস করে গাছতলায় বসে বা খোলা আকাশের নিচে। শিক্ষকরা অবশ্য বসেন একটা চেয়ার আর ছাত্র ও ছাত্রীরা বসে মাটির ওপরে মাদুর, চট, খড় ইত্যাদি বিছিয়ে।

SHEET ___ OF ___ SHEETS